কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বাড়ছে পদ্মার পানি, নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পদ্মা নদীবেষ্টিত রামকৃষ্ণপুর ও চিলমারী ইউনিয়নে নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দৌলতপুর এলাকায় নদীর পানি ২০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। এতে দুই ইউনিয়নের ৪০টি গ্রামের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

শনিবার সরেজমিনে দেখা যায়, বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলি মাঠ, ঘরবাড়ি, পথঘাট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পানিবন্দি মানুষ ছুটছে নিরাপদ আশ্রয় ও খাবারের সন্ধানে। অধিকাংশ রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে মানুষের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। গবাদি পশু ও শিশুদের নিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তারা।

পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পদ্মার পানি বেড়েই চলেছে। এক সপ্তাহে নদীর পানি প্রায় ৮৮ সেন্টিমিটার বেড়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পদ্মার পানি বিপৎসীমার প্রায় ৯২ সেন্টিমিটার নিচে ছিল। গতকাল শুক্রবার তা ছিল ৭২ সেন্টিমিটার নিচে।

উপজেলার চিলমারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমার ১৯টি গ্রামের সব নিম্নাঞ্চলের ঘরবাড়িতে পানি উঠেছে। গতরাতে পানি আরও বেড়েছে। এতে পানিবন্দি হয়ে নারী-শিশুসহ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ বেকায়দায় পড়েছে। তাদের গবাদি পশু নিয়ে চরম বেগ পেতে হচ্ছে।’

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল বলেন, ‘আমার ইউনিয়নের ২১টি গ্রামের প্রায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিন্দ্য গুহ শনিবার বলেন, ‘আমরা ইতিমধ্যে বন্যাকবলিত দুটি ইউনিয়নের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫০

পরিবারকে শুকনা খাবার বিতরণ করেছি এবং নতুন করে আজ ২৫০ পরিবারের মাঝে শুকনা খাবারের পাশাপাশি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে। আরও ১৬ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা রবিবার বিতরণ করা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘ইতিমধ্যেই আমরা দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেছি এবং বন্যাকবলিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা না আসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও পর্যায়ক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।’

গাংনীতে জুমার নামাজের সময় ৪টি মোটরসাইকেল চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জুমার নামাজের সময় দুটি মসজিদের প্রাঙ্গণ থেকে ৪টি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (১৬ মে) দুপুরে উপজেলার শহরের সন্ধানী স্কুলপাড়া ও উত্তরপাড়ার দুটি মসজিদে এই চুরির ঘটনা ঘটে। মুসল্লিরা নামাজ আদায়ে মসজিদে অবস্থানকালে দুর্বৃত্তরা এই সুযোগে মোটরসাইকেলগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানান, প্রতিদিনের মতো মুসল্লিরা মোটরসাইকেল মসজিদে যান। কিন্তু নামাজ শেষে তারা বেরিয়ে এসে দেখেন, পার্কিংয়ে রাখা মোটরসাইকেলগুলো নেই। সন্ধানী স্কুলপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে দুটি এবং উত্তরপাড়া জামে মসজিদ থেকে আরও দুটি মোটরসাইকেল চুরি হয় বলে জানা গেছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ও স্থানীয়দের মাঝে চরম ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। তারা অভিযোগ করেন, ধর্মীয় স্থানে এমন চুরির ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড় ধরনের দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, “ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলগুলো উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৎপরতা চালানো হচ্ছে।”
ঘটনার পর স্থানীয়রা মসজিদে ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল বাড়ানোর আহ্বান জানান তারা।

এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ঝিনাইদহে আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিত গরুর খামার

ঝিনাইদহ পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের উপশহর পাড়া এলাকায় এলাকায় যত্রতত্র নির্মাণ করা হয়েছে গরুর খামার। বাতাসের সাথে ছড়ানো গোবরের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী। বায়ু দূষণসহ মানুষকে নানা রকম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

জানা যায়, খামার প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে দুর্গন্ধের কারণে ঐ এলাকায় কেউ বাসা ভাড়া নিতে চায় না। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে অধিকাংশ ভাড়াযোগ্য বাড়ি খালি থাকছে। অনেকে আবার নিজ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছে। এছাড়াও গোবর-চুনা ও খামারের কারণে আশেপাশের বাড়িতে অবস্থানরত মানুষেরা দুর্বিসহ জীবন-যাপন করছে। গোবরের চুনার দূর্গন্ধে খাবার টেবিলে বসে খাওয়ার মতো পরিবেশ টুকু ও নেই। খামারের দুর্গন্ধে এলাকায় বসবাস করা দায় হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবেশ দূষণ ও জনদূর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পেতে বারবার অভিযোগ দেবার পর মালিকদের দারস্থ হয়েও কোনো ফল পাননি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই এলাকার বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের

সাবেক সভাপতি মরহুম উজ্জ্বল বিশ্বাসের শ্বশুর জাহাঙ্গীর নিয়মনীতি না মেনে পরিবেশ দূষণ করে গরুর খামার স্থাপন করেছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর তার নিজ জমিতে নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়ি সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে গরুর একটি খামার স্থাপন করেছে। খামারটির আশপাশে মলমূত্র ও গোবর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ওই গোবর, ময়লা- আবর্জনা খামারের পাশেই কোন রকম গর্ত করে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া আবাসিক এলাকায় অবস্থিত খামারের মলমূত্র, পানিনিষ্কাশন ও বর্জ্য অপসারণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। খামারের চারপাশে রয়েছে বসতবাড়ি। এসব বাড়ি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া সামান্য বৃষ্টিপাতে মলমূত্র ও গোবর পানির সাথে মিশে পচা দূর্গন্ধ ছড়ানো সহ মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে চলেছে।

পৌরসভার বিদ্যমান নীতি ও আইন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫’র সুনির্দিষ্ট আইন থাকা সত্বেও এমন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গরুর খামার স্থাপনে বিদ্যমান আইনকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে, স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘আমার বাড়ির পাশেই গরুর খামার। গরুর গোবর ও মলমূত্র থেকে সব সময় দুর্গন্ধ ছড়ায়। বসবাস করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

খামারের পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, দুর্গন্ধে আমাদের পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে বসবাস করতে পারছেনা। নোংরা পরিবেশের কারণে মশার উপদ্রপ বেড়েছে। যা ডেঙ্গু বিস্তারের অন্যতম কারণ। আমরা এর স্থায়ী প্রতিকার চাই।

ওই এলাকার বাসিন্দা উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নারায়ণ বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে আমাদের এই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। গরুর খামার ও গোবরের দুর্গন্ধে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছি। এ বিষয়ে পৌরসভায় একাধিকবার অভিযোগ দিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। গরুর খামার মালিক জাহাঙ্গীরের সাথে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হবার পর তার এক নিকটাত্মীয়ের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত করা হয়।

এ বিষয়ে পৌরসভার মেয়রের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার ব্যক্তিগত সহকারী জানান, স্যার ঢাকায় আছে। ঢাকা থেকে আসার পর কথা বলতে পারবেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মুন্তাছির রহমান জানান, জনগণের ভোগান্তি ও দূর্ভোগ সৃষ্টি করে আবাসিক এলাকায় গবাদিপশু পালনের কোন সুযোগ নেই। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কে ফোন দিলে তিনি মুঠোফোনটি রিসিভ করেননি। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ মনোজিত কুমার মন্ডল বলেন, এ বিষয়ে কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি। এটা স্থানীয় সরকারের কাজ। যদিও আবাসিক এলাকায় গরু পালন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তবুও কেউ যদি গরু পালন করতে চাই সেক্ষেত্রে জনগণের যেনো কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

পৌরসভার আবাসিক এলাকায় বে-আইনীভাবে গড়ে ওঠা পরিবেশ বিধ্বংসী গরুর খামারের ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী এলাকাবাসী।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ এলাকায় কম্বল বিতরণ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে মেধাবী অতীদরিদ্র শিক্ষার্থীদের এবং চায়ের দোকানদার ও গরীব দুখি মানুষের মাঝে শীতের উপহার কম্বোল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগনেতা ও বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের সভাপতি এস এম আল রাতুলের নেতৃত্বে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদ সভাপতি এস এম আল রাতুল জানায়, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপির সহযোগিতায় মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ও কলেজে মেধাবী অতিদরিদ্র শিক্ষার্থীদের এবং কলেজ এলাকার চায়ের দোকানদারসহ পথচারী অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতের উপহার কম্বল দেওয়া হয়।

কম্বল বিতরণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের

সাধারণ সম্পাদক পিন্টু মিয়া সাংগঠনিক সম্পাদক রনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান মাহমুদ অনিক, সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুর রহমান লোটাস, উপদপ্তর সম্পাদক আশিকুর রহমান প্রজ্জল,উপ-গন শিক্ষা বিষায়ক সম্পাদক বিপ্লব অরবিত রুস্তম, কলেজের শিক্ষার্থীরা।